بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৮ জুন ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের নাসেরাতুল আহমদীয়া সদস্যাবৃন্দ

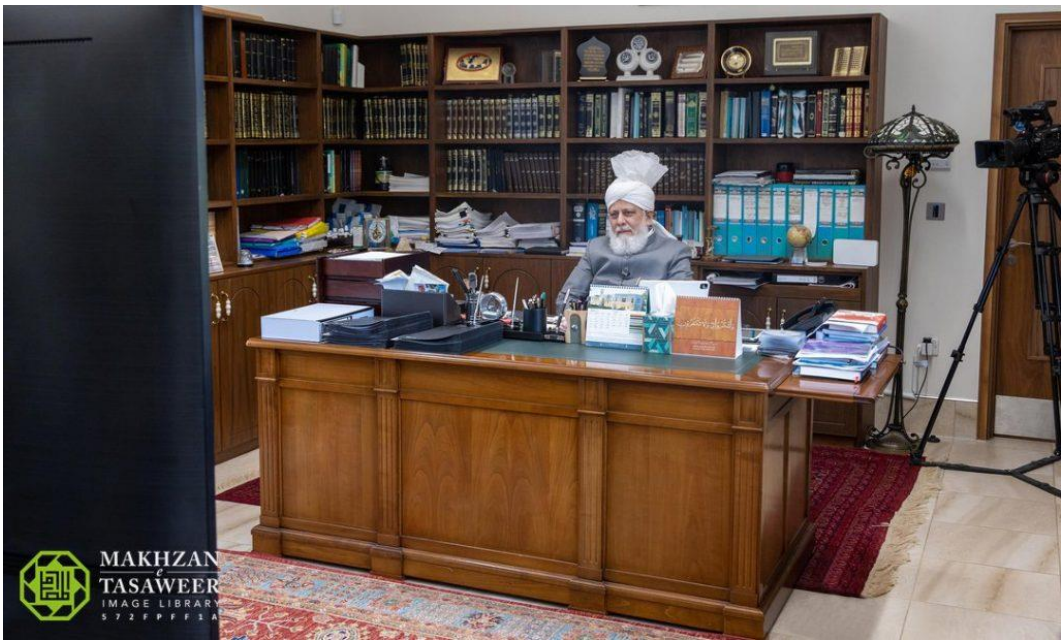

তোমার ধর্ম সম্পর্কে, তোমার বিশ্বাস সম্পর্কে, তোমার বাহ্যিক চেহারা বা দেহাবয়ব সম্পর্কে, তোমার বংশ পরিচয় সম্পর্কে তোমার মনে যে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলোকে বিদায় করো।
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৬ জুন ২০২১, নাসেরাতুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের ১৩-১৫ বছর বয়সী সদস্যাদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নাসেরাতুল আহমদীয়ার ৩৭০ সদস্যা লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

সভায় অংশগ্রহণকারী নাসেরাতের একজন হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞাসা করেন, ইসলাম যদি এ শিক্ষাই দিয়ে থাকে যে, নারী ও পুরুষ সমান, তবে বিশ্বজুড়ে অনেক সমাজই কেন নারীদের প্রতি সমতাপূর্ণ আচরণ করতে ব্যর্থ হয়?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"আমরা প্রত্যেক সমাজ ও জাতির জন্য দায়ী নই। ইসলাম বলে যে, পুরুষ এবং নারী সমান এবং মুসলমানদের উচিত সমান অংশীদার হিসেবে নারীদের সাথে আচরণ করা। ... ইসলাম বলে যে, যতদূর পর্যন্ত তাদের অধিকারের সম্পর্ক তারা সমান, তবে কিছু অধিকার রয়েছে যেগুলো ভিন্নভাবে পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং, একটি প্রকৃত ইসলামী সমাজে, পুরুষ এবং নারীর,

বালক এবং বালিকার সাথে সমান আচরণ করা উচিত। যারা এমনটি করেন না, তারা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী আচরণ করে থাকেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আধুনিক সমাজের এবং উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর দাবি যে, তারা পুরুষ এবং নারীর প্রতি সমান আচরণ করে থাকে। কিন্তু, চাকরির ক্ষেত্রে, নারীদের সাথে সমতাপূর্ণ আচরণ করা হয় না। বেতনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যদি একই ধরনের চাকরি একজন পুরুষকে এবং একজন নারীকে দেওয়া হয়, তবে নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে কম বেতন দেওয়া হয়। এটি এক ধরনের বৈষম্য এবং ইসলাম সকল ধরনের বৈষম্যের বিরোধী।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, এমন এক সমাজে বাস করে, যেখানে কেউ নিজের চিন্তাধারা ব্যক্ত করলে তার মধ্যে অসভ্য বা পশ্চাৎপদ হিসেবে গণ্য হওয়ার ভয় কাজ করে, সেখানে কেউ কীভাবে নিজ ধর্মবিশ্বাসে অটল থাকতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রথম বিষয় হলো তোমাদের মাঝে কোন ধরনের হীনমন্যতা কাজ করা উচিত নয়। যদি তোমরা ইসলামে বিশ্বাস করো, এবং যদি তোমরা মনে করো যে, তোমাদের ধর্ম সত্য ধর্ম, আর এটি শেষ ধর্ম, এবং চূড়ান্ত ধর্ম এবং এর মাঝে পূর্ববর্তী নবীদের নিকট নাযিলকৃত সকল উত্তম শিক্ষা সমন্বিত রয়েছে, তবে কোন ধরনের হীনমন্যতা থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল মানুষ যারা দুনিয়াদার মানুষ, যারা ধর্মীয় বিষয়ে তোমার কথা শুনতে চান না, তাদেরকে কেন তোমার কথা শোনানোর জন্য বাধ্য করতে চাও? কিছু ভালো বন্ধু খুঁজে বের করো, আর তাদের সাথে হালকাভাবে কথা বলো, আর যখন তুমি মনে করবে যে, তারা খোদার বিষয়ে, ধর্মের বিষয়ে, বিশ্বাসের বিষয়ে শোনার জন্য প্রস্তুত, তখন তুমি তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে পারো যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কী।"

তাকে আরও পরামর্শ দিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কখনো শুরুতেই হঠাৎ করে বলবে না যে, 'ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে উত্তম।' যদিও আমরা অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারি, কিন্তু অন্যদেরকে একথা সরাসরি বলে তাদেরকে অস্থির করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন তারা তোমার সাথে ধর্মের বিষয়ে কথা বলার জন্য আগ্রহী হয়, তখন তুমি

তাদের সামনে (ইসলামের সপক্ষে) দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারো। তাদেরকে জানাও তোমার ধর্ম কী এবং আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস কী, এবং নবীদের সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস কী। তারপর ধীরে ধীরে, প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে তুমি তাদের সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারো, আর তারাও তোমার কথা শুনবেন। অন্যথায়, যদি তুমি কেবল মুখের ওপর কথা বলে দাও, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা বলবে যে, 'তুমি অসভ্য আর পশ্চাৎপদ।' সুতরাং, স্থূল বুদ্ধির আচরণ করার চেষ্টা করো না, প্রজ্ঞাপূর্ণ হও।"

নাসেরাতুল আহমদীয়ার একজন সদস্যা হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, স্কুলের সহপাঠীদের পক্ষ থেকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহৃত হলে এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ এবং মিথ্যা আপত্তি উত্থাপন করা হলে তবে এর প্রত্যুত্তর কী হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিরোধীরা এমনই আচরণ করে থাকেন। তুমি তাদের প্রশ্ন করতে পারো, 'তুমি কীভাবে জানলে?' ... তাদেরকে বলো যে, 'আমি আমার নিজের সম্পর্কে, আমার বাবা-মা সম্পর্কে আমার ভাই-বোন সম্পর্কে এবং আমার স্বজনদের সম্পর্কে তোমার চেয়ে অনেক বেশি জানি। তুমি কীভাবে আমাকে বলতে পারো যে, তুমি তাদের সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানো?' সুতরাং, তাদেরকে এমন আচরণই করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর তাই তারা যা করতে চায়, করতে দাও। তাদের নৈতিকতা তাদের কাছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এরাই ঐ সকল লোক, যারা সারাক্ষণ কুরুচিপূর্ণ এবং অবমাননাকর মন্তব্য করে চলেছে। তারা কি পাকিস্তানি আহমদীদের বিরুদ্ধে একটি আইন প্রণয়ন করে নি যে, আহমদীরা মুসলমান নয়? তাদের কাছে তুমি আর কী আশা করো? সুতরাং, দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। তোমার কেবল তোমার নিজের (ধর্মীয়) ইতিহাস পড়া উচিত আর তাহলে তুমি জানবে যে, তারা মিথ্যা বলছে, আর কোন রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া তুমি তাদেরকে স্পষ্ট বলে দিতে পারো যে, তারা যা বলছে তা মিথ্যা এবং তাদের মোল্লাদের বানোয়াট গল্প।"

একটি মেয়ে হুযূর আকদাসকে বলেন যে, কখনও কখনও, বয়সে নবীন হিসেবে তারা তাদের পিতা-মাতার কোন কোন উপদেশের বিষয়ে একমত হতে পারে না; কিন্তু পরবর্তীতে অনুধাবন করে যে, সে-সব উপদেশ তাদের ভালোর জন্যই ছিল। সুতরাং, এমন ভুল এড়ানোর জন্য তাদের এমন আচরণ করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন তোমরা নিজেরা পিতা-মাতা হবে তখন তোমরা অনুধাবন করবে যে, এটি তোমাদের কল্যাণের জন্যই ছিল। ... যখন তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার কাছ থেকে কোন কিছু শুনবে, তখন সাথে সাথে বিরক্তি প্রকাশ না করে এবং তৎক্ষণাৎ নাকচ না করে দিয়ে, তোমাদের সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং বুঝার চেষ্টা করা উচিত যে, তারা কী বলছেন। নিজেকে প্রশ্ন করো, তারা যা বলছেন তা তোমার জন্য ভালো না মন্দ। সুতরাং, বিচক্ষণ একজন মানুষ হিসেবে, পরিপক্ক একজন মানুষ হিসেবে — এখন তোমরা ১২, ১৩, ১৪ বা ১৫ বছর বয়সের নাসেরাত — তোমাদের পিতা-মাতার উপদেশের ভালো-মন্দ দিক তোমাদের দেখার চেষ্টা করা উচিত। যদি সেই উপদেশ সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তোমরা আবারো তোমাদের পিতা-মাতাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারো, আর এটা তোমার পিতা-মাতাদের দায়িত্ব তারা যেন বুঝিয়ে বলেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সুতরাং, যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে, অমান্য করা, অস্বীকার করা অথবা গ্রহণ করার পূর্বে তোমার আবারো চিন্তা করা উচিত। ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করো যে, 'আমি বুঝতে পারি নি তারা কী বলছেন।

সুতরাং, যদি কোনভাবে তা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে তা অনুধাবন করার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দাও। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আবারো চিন্তা করো এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করো।"

আরেকটি মেয়ে প্রশ্ন করেন যে, সমাজের বিভিন্ন দাবি এবং প্রত্যাশার চাপ অনুভব করার সময় নিজের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কোন দোয়াগুলো কল্যাণকর।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রথম বিষয় হলো, তোমার ধর্ম সম্পর্কে, তোমার বিশ্বাস সম্পর্কে, তোমার বাহ্যিক চেহারা বা দেহাবয়ব সম্পর্কে, তোমার বংশ-পরিচয় সম্পর্কে তোমার মনে যে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলোকে বিদায় করো। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে তোমার পাঁচ বেলার নামাযে দোয়া করো। একটি পূর্ণ সিজদা এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করো যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তোমাকে আজকালকার সমাজের মন্দ বিষয়াদির ওপর জয়যুক্ত হওয়ার শক্তি দান করেন। সুতরাং, দোয়া করার সর্বোত্তম উপায় হলো, তোমার প্রতিদিনের পাঁচ বেলার নামাযের সময় দোয়া করো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"একটি সিজদা অথবা এক বা দুই রাকাত (নামায) তোমার নিজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করো। তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে পথ প্রদর্শন করবেন, আর এছাড়া যত দূর সম্ভব দরূদ শরীফ পাঠ করো এবং 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' দোয়াটি পাঠ করো। চেষ্টা করো এই দোয়াটির অর্থ শিখে তারপর দোয়া করতে। এরপর ইস্তেগফার করো (আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো)। এর সুগভীর অর্থ জানার চেষ্টা করো। এটিও তোমাকে মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করবে এবং তোমার নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করবে ও তা বৃদ্ধি করবে।"

উগ্র জাতীয়তাবাদ এখন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ কথা উল্লেখ করে এক কিশোরী উগ্র জাতীয়তাবাদকে কীভাবে প্রতিহত করা যায় সে বিষয়ে হুযূর আকদাসের অভিমত জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"উগ্র জাতীয়তাবাদ কেন গড়ে উঠেছে? যখন তুমি হাততালি দাও, এক হাতে তালি দেওয়া সম্ভব না। আর তাই, উভয় পক্ষেই দোষ-ত্রুটি রয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোর কিছু কিছু অভিবাসী নিজেদেরকে এই সমাজে একাত্ম করার জন্য চেষ্টা করেন না, আর এছাড়াও অনেকে কাজও করেন না। অথবা, যদি তারা কাজ করেন, তাদের কেউ কেউ কর প্রদান করেন না এবং নিজেদেরকে স্থানীয় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করেন। যখন এসকল স্থানীয় জনগণ দেখেন যে, অভিবাসীরা তাদের সমাজে একীভূত হচ্ছেন না, অথচ তারা তাদের করের টাকায় সরকারের কাছ থেকে লাভবান হচ্ছেন, তখন এটি তাদেরকে ক্রোধান্বিত করে। আর ঐ সকল নেতা যাদের অন্তরে অভিবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে, তারা জনগণকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে। এসব কারণেই উগ্র জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যদি অভিবাসীরা নিজেদেরকে স্থানীয় সমাজে অঙ্গীভূত করতে সচেষ্ট হয়, তাদের নিয়ে স্থানীয় জনগণের মাঝে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে, তখন সেগুলো তাদের পক্ষে দূর করা সম্ভব। একীভূত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তুমি তাদের মতো পোশাক পরো; এর অর্থ এই নয় যে, তুমি ক্লাবে যাওয়া শুরু করো আর মদ্যপান শুরু করো। এর অর্থ এই নয় যে, তুমি তাদের ক্লাবগুলোতে নাচো, আর এর অর্থ এও নয় যে, তুমি তোমার নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দাও; বরং, একই সময়ে, যদি স্থানীয় জনগণ অনুধাবন করতে পারেন যে, অভিবাসন তাদের সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং তারা (অভিবাসীরা) দেশের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করছে এবং দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করছে, তাহলে তারা আর প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না। যখন স্থানীয় জনগণের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়া হবে, তখন আমাদের পক্ষে তাদের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করা সম্ভব হবে।"

উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রতিহত করার একটি মাধ্যম হিসেবে আহমদীদের পক্ষ থেকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এবং অভিবাসীদের ইতিবাচক অবদান সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমার বন্ধুদের বলো যে, আমরা দেশের অংশ হওয়ার চেষ্টা করছি; আর তাদেরকে বল যে, 'এটি আমাদের বিশ্বাস যে, যে দেশেই আমরা বাস করি তা আমাদের (নিজের) দেশ, আর মহানবী (সা.) বলেছেন যে, দেশ-প্রেম ঈমানের অঙ্গ, আর তাই আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি।' সুতরাং, এভাবে তোমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং তোমাদের সহপাঠীদেরকে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ... তাদের সাথে মিশবে, কিন্তু মনে রাখবে যে, তোমার কখনই নিজ নৈতিকতা বা তোমার শিক্ষা, বা তোমার ধর্মবিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেওয়া চলবে না।"